নিড্‌স এসেসমেন্ট ফর ক্লাষ্টার ডেভেলপমেন্ট

নিশবেতগঞ্জ-রাধাঁকৃষ্ণপুর শতরঞ্জি (কার্পেট) শিল্প ক্লাষ্টার -এর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সমূহ নির্ধারণের লক্ষ্যে আয়োজিত মত বিনিময় সভার প্রতিবেদন

১৪ মে ২০১৩, রোজ মঙ্গলবার, সকাল ১১.০০ ঘটিকা

বিসিক শতরঞ্জি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শতরঞ্জি পাড়া, নিশবেতগঞ্জ, রংপুর সদর

আয়োজনেঃ এসএমই ফাউন্ডেশন

সহযোগিতায়ঃ নিশবেতগঞ্জ-রাধাঁকৃষ্ণ তাঁতী উন্নয়ন সমবায় সমিতি

সূচী পত্রঃ

অধ্যায়ঃ		পৃষ্ঠা নাম্বার
১. সারাংশ	ঃ	
ক. ভূমিকা	.....	৩
খ. লক্ষ্য	.....	৩
গ. কর্ম পদ্ধতি	.....	৪
ঘ. উক্ত ক্লাষ্টার গুরুত্বপূর্ণ কেন	.....	৪
ঙ. যোগাযোগ তথ্যাদি	.....	৪
চ. ব্যবহৃত নথিপত্র	.....	৪
২. ক্লাষ্টারের তথ্যাদি	ঃ	
ক. ক্লাষ্টারে উৎপাদিত পণ্য তালিকা	.....	৫
খ. পণ্যের মাণ ও উৎপাদনশীলতা	.....	৫
গ. ব্যবহৃত কাচাঁমাল	.....	৫
ঘ. বর্তমানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি	.....	৫
ঙ. উৎপাদন পদ্ধতি	.....	৫
চ. বাজারজাতকরণ পদ্ধতি	.....	৫
৩. প্রাপ্ত তথ্যাদি	ঃ	
ক. প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি	.....	৬
খ. ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদি	.....	৬
গ. আইসিটি ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি	.....	৬
ঘ. রপ্তানী সংক্রান্ত তথ্যাদি	.....	৬
ঙ. ভবিষৎ সম্ভাবনা	.....	৬
৪. চিহ্নিত সমস্যাবলী	ঃ	**৮**
৫. সুপারিশমালা	ঃ	**৯**
৬. উপসংহার	ঃ	**১০**

অধ্যায় - ১. সারাংশ

ভূমিকাঃ

কথিত আছে যে, ১৮৩২ সালে রংপুরের প্রধান নির্বাহী ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের কর্মকর্তা মি. নিশবেত। তিনি অত্র এলাকার উৎপাদিত শতরঞ্জি ব্রিটিশ রাজ দরবার পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তৎকালীন ব্রিটিশ রাজ পরিবারের সদস্যগণ রংপুরের শতরঞ্জি অত্যন্ত পছন্দ করেন। তার পর থেকে ব্রিটিশ রাজ দরবারে শতরঞ্জি শুভা পেত সমাদরে। একই সাথে রংপুরের শতরঞ্জি উৎপাদকগণের উন্নয়নে ব্রিটিশ সরকার কিছু উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছিল। আর যেহেতু সম্পূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তৎকালীন রংপুরর প্রধান নিবার্হী মি. নিশবেত, তাই তার নামানুসারে রংপুর শতরঞ্জি পাড়ার নামকরণ করা হয় নিশবেতগঞ্জ। সুতরাং আমরা সহজেই বুঝতে পরি যে, শতরঞ্জি প্রায় ৩ শত বছর প্রাচীন একটি শিল্প এবং নিশবেতগঞ্জের শতরঞ্জির রয়েছে একটি সুনালী অতীত।

কিন্তু সময়ের বিবর্তণে শতরঞ্জি শিল্প আজ প্রায় হরিয়ে যেতে বসেছে। হাজার হাজার পারিবারিক উদ্যোগ থেকে শতরঞ্জি নেমে এসেছে ১০-১২ টি পারিবারিক উদ্যোগে। তবে আশার কথা হচ্ছে সম্প্রতি বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) -এর উদ্যোগে শতরঞ্জি শিল্পের কারিগরদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং ৪০ হাজার টাকা করে ঋণ দেওয়ার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত উদ্যোক্তাগণ এখন তাদের প্রস্তুতকৃত পণ্যের বাজারজাতকরণ সমস্যায় র্জজরিত।

লক্ষ্যঃ

পর্যায়ক্রমিকভাবে সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী চিহ্নিত সকল এসএমই ক্লাষ্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরুপনের লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরে " নিড্স এসেসমেন্ট ফর ক্লাষ্টার ডেভেলপমেন্ট "-শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচীর আওতায় গত ১৪ মে ২০১৩ তারিখে নিশবেতগঞ্জ-রাধাঁকৃষ্ণ শতরঞ্জি (কার্পেট) শিল্প ক্লাষ্টারের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সমূহ নির্ধারণের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তাগণের কাছথেকে তাদের উন্নয়নের অন্তরায় সমূহ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং উক্ত ক্লাষ্টারের উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশন / সরকার / উন্নয়ন সহযোগি প্রতিষ্ঠান সমূহ কী কী পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারে সেগুলো নির্ধারণ করা।

কর্ম পদ্ধতিঃ

একটি উম্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তাগণের কাছ থেকে উক্ত ক্লাষ্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরুপন করা হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নমালার আলোকে আলোচনা সঞ্চালনা করা হয়েছে। একই সাথে প্রশ্নমালাটি বিতরণ করে উদ্যোক্তাগণের দ্বারা পূরণ করানো হয়েছে। এর ফলে আলোচনার মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণের মৌখিক এবং প্রশ্নমালা পূরণের মাধ্যমে লিখিত মতামত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

নিশবেতগঞ্জ-রাধাঁকৃষ্ণ শতরঞ্জি (কার্পেট) শিল্প ক্লাষ্টার গুরুত্বপূর্ণ কেন?

প্রায় তিনশত বছর প্রাচীন নিশবেতগঞ্জ-রাধাঁকৃষ্ণপুর শতরঞ্জি শিল্পের ক্লাষ্টার এখন আবারো তার হাড়ানো ঐতিহ্য ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে। বর্তমানে নিশবেতগঞ্জ ও রাধাঁকৃষ্ণপুর মিলিয়ে প্রায় ১ হাজার পরিবার শতরঞ্জি উৎপাদনের সাথে জরিত। নারী ও পুরুষ উভয়েই এই শিল্পের কারিগর হিসেবে কাজ করছে। তবে এসএমই ফাউন্ডেশন পরিচালিত ক্লাষ্টার ম্যাপিং গবেষণায় এই সংখ্যা ১১০টি কারখানা বলে উল্লেখ রয়েছে। তারা শতভাগ দেশীয় কাচাঁমাল ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এই শিল্পকে সচল রেখে চলেছেন। একটু সহায়তা পেলেই এই ক্লাষ্টার জাতীয় অর্থনীতিতে আরো বেশী পরিমানে অবদান রাখতে পারবে।

যোগাযোগ তথ্যাদিঃ

রাজধানী ঢাকার সাথে বিভাগিয় শহর রংপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থা সড়ক ও রেল দুই পথেই ভাল। নিশবেতগঞ্জ - রাধাঁকৃষ্ণপুর ক্লাষ্টারটি রংপুর শহরের উপকণ্ঠে সেনানিবাস রোডে অবস্থিত। গ্রামীণ পরিবেশে প্রতিটি ঘড়ে এক বা একাধিক তাঁত নিয়ে গড়ে উঠেছে নিশবেতগঞ্জ-রাধাঁকৃষ্ণপুর শতরঞ্জি শিল্প ক্লাষ্টার।

ব্যবহৃত নথিপত্রঃ

উদ্যোক্তাগণের সাথে অনুষ্ঠিত এই মতবিনিময় সভায় একটি প্রশ্নমালা (সংযুক্তি - ১)ও ফ্লিপ চার্ট ব্যবহার করা হয়। সভায় উপস্থিতি তালিকা (সংযুক্তি - ২) এত্দ সঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

অধ্যায় - ২. ক্লাষ্টারের তথ্যাদি

ক্লাষ্টারে উৎপাদিত পণ্য তালিকাঃ

উক্ত ক্লাষ্টারে বিভিন্ন সাইজের টেবিল ম্যাট, ফ্লোর ম্যাট, ওয়াল ম্যাট, ব্যাগ, পার্স, সোফা সেট, কোশন কভার ইত্যাদি পণ্য উৎপাদিত হয়ে থাকে।

পণ্যের মাণ ও উৎপাদনশীলতাঃ

এখানকার উৎপাদিত পণ্যের মান সন্তুসজনক হলেও উৎপাদনশীলতা অত্যন্ত কম। একজন দক্ষ কারিগরও দৈনিক ১৫ ফুটের বেশী ম্যাট তৈরী করতে পারেন না। তাই বড় ধরণের কাজের ক্রয়াদেশ সম্পন্ন করতে তারা এখনো অপরাগ। তাই এই ক্লাষ্টারের প্রকৃত উন্নয়ন করার জন্য সবার আগে তাদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা উৎপাদন পদ্ধতির উন্নয়ন করাতে হবে। উৎপাদনশীলতা বাড়ানোই এই ক্লাষ্টারের প্রধান চ্যালেঞ্জ।

ব্যবহৃত কাঁচামালঃ

উক্ত ক্লাষ্টারে প্রধানত বিভিন্ন প্রকারের সুতা, পাট, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড, সোডিয়াম সিলিকেট, বাঁশ, কাঠ, সুতলী ও রং প্রধান কাচাঁমাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বর্তমানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিঃ

ক্লাষ্টারের প্রধান যন্ত্রপাতি গুলো হচ্ছে পাঞ্জা, বাঁশ, কাঁচি, বয়কট, বাশেঁর টানা, বাশেঁর আরি, সূঁচ, মাকো ইত্যাদি।

উৎপাদন পদ্ধতিঃ

বর্তমানে এই ক্লাষ্টারে মূলত পুরনো প্রযুক্তির বাশেঁর পাঞ্জা ও টানা বুনন যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যার কারণে এখানকার শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা অত্যন্ত কম। শুধু তাদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা উৎপাদন পদ্ধতির উন্নয়ন করার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন।

বাজারজাতকরণ পদ্ধতিঃ

এখানকার অধিকাংশ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারই কোন বিক্রয় কেন্দ্র বা শো-রুম নেই। তারা স্থানীয় দাদন ব্যবসায়ীগণের কাছ থেকে দাদন নিয়ে পণ্য উৎপাদন করে এবং তাদের কাছে পণ্য বিক্রি করে থাকে। ফলে তারা পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায়না বলে মনে করে।

অধ্যায় - ৩. প্রাপ্ত তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত উদ্যোক্তাগণ অবহিত করেন যে, বিসিকের একটি প্রকল্পের আওতায় এখানকার কিছু কারিগর প্রশিক্ষণ লাভ করেছে। তাবে উন্নত ডিজাইন বা আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের চাহিদা রয়েছে।

সভায় প্রায় প্রত্যেক বক্তাই তাদের বক্তৃতায় বাজারজাতকরন বা ক্রেতা বিক্রেতা সংযোগ স্থাপনের বিষয়ে এসএমই ফাউন্ডেশন বা সরকারের সহায়তা কামনা করেন।

ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

উক্ত ক্লাষ্টারের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তিতে নানা জটিলতার কারণে বড় ব্যবসায়ীগণের দাদন নির্ভর ব্যবসা করে থাকেন। এতে করে তারা উৎপাদিত পণ্যের বা প্রদত্ত শ্রমের সঠিক মূল্য হতে বঞ্চিত। তারা মনে করেন স্বল্প সুদে দীর্ঘ মেয়াদি বিনিয়োগ ঋণ পেলে এই শিল্পের দ্রুত বিকাশ ও উন্নয়ন ঘটবে। কারখানা মালিকগণকে স্বল্প সুদে ঋণ সরবরাহ করার জন্য তারা সরকারের / এসএমই ফাউন্ডেশনের সুদৃষ্টি কামনা করেন।

আইসিটি ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

এখানকার উদ্যোক্তাগণ আইসিটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এখনো অন্ধকারেই রয়েগেছে। তবে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান আইসিটি পণ্যের ব্যবহারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলেই প্রতীয়মান হয়েছে।

রপ্তানী সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

উক্ত ক্লাষ্টারের কোন উদ্যোক্তা সরাসরি পণ্য রপ্তানী না করলেও তাদের তৈরী পণ্য মহাজনেরা বিদেশে রপ্তানী করেন বলে জানা যায়।

ভবিষৎ সম্ভাবনাঃ

শতরঞ্জি উত্তরবঙ্গের এক প্রাচীন ঐতিহ্য, কিন্তু সময়ের বিবর্তনে এবং উৎপাদনশীলতা না বাড়ার কারণে তাদের অবস্থার উন্নতি হয়নি। তাদের শ্রমে ও ঘামে উন্নয়ন হয়েছে মধ্যসত্বভূগীদের। শতরঞ্জির কোটি টাকার শো-রুম

রংপুর শহরেই রয়েছে। তাই এই শিল্পের চাহিদা নেই বা কদর কম বলা যাচ্ছে না। বরং শতরঞ্জি তৈরী কারকদের মহাজনী দাদন থেকে বেড় করে নিয়ে আসতে পারলে প্রতিটি কারখানা মালিকই হতে পারেন এক এক জন শিল্পপতি। এর জন্য প্রয়োজন প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বিপনন দক্ষতার সমন্বয় ঘটানো। তাহলেই রতরঞ্জি আবার তার হাড়ানো গৌরভ ফিরে পাবে। উন্নয়ন হবে শতরঞ্জিপাড়ার হাজারো পরিবারের তথা গোটা সমাজের।

অধ্যায় - ৪. চিহ্নিত সমস্যাবলী

উক্ত ক্লাষ্টারের প্রধান প্রধান সমস্যাবলী নিম্নরূপঃ

১. উন্নত যন্ত্রপাতি বা অধিক উৎপাদনশীল প্রযুক্তির অভাব।

২. স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণের অভাব।

৩. আধুনিক ডিজাইন জ্ঞানের অভাব।

৪. প্রশিক্ষণের অপ্রতুলতা।

৫. বাজারজাতকরণ সহায়তা না পাওয়া।

৬. আধুনিক ই-মার্কেটিং, ই-বিজনেস সম্পর্কে ধারণা না থাকা।

৭. ক্লাষ্টারে মোট কারখানার পরিমান, নিয়োজিত জনবল এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজার মূল্য এর উপর নির্ভরযোগ্য কোন গবেষণা না হওয়া।

৮. উক্ত ক্লাষ্টারের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপি মোট চাহিদা ও বিদেশে এই সকল পণ্যের মার্কেট ট্রেন্ড সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য গবেষণা না থাকা।

অধ্যায় - ৫. সুপারিশমালা

কুমারখালী টেক্সটাইল ক্লাষ্টার -এর উন্নয়নে নিম্নোক্ত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারেঃ-

ক. স্বল্প মেয়াদী (৬ মাস থেকে ১২ মাসের মধ্যে)ঃ

১. এসএমই ফাউন্ডেশনের আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে উক্ত নিশবেতগঞ্জ-রাধাঁকৃষ্ণপুর তাঁতী উন্নয়ন সমবায় সমিতি -এর একটি ওয়েবসাইট তৈরী করে দেয়া যেতে পারে।

২. বাজারজাতকরণ কৌশলের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।

৩. ক্রেতা বিক্রেতা সংযোগ স্থাপন করার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন শহর থেকে সম্ভাব্য ক্রেতাগণকে আমন্ত্রণ করে একটি পণ্য প্রর্দশণীর আয়োজন করা যেতে পারে।

৪. এসএমই ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং কার্যক্রমের আওতায় উক্ত ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তাগণকে স্বল্প সুদে ঋণ দানের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

খ. মধ্য মেয়াদী (১ বছর থেকে ৩ বছরের মধ্যে)ঃ

৫. উক্ত ক্লাষ্টারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি আধুনিকায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬. রংপুর শহরে উক্ত ক্লাষ্টারের উদ্যোক্তাগণের জন্য একটি পণ্য প্রদর্শণী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭. রংপুরে শতরঞ্জি স্থায়ী প্রর্দশণী ও বাৎসরিক মেলার আয়োজন করা যেতে পারে।

গ. দীর্ঘ্য মেয়াদী (৩ বছরের অধিক সময়ের মধ্যে) ঃ

৮. নিশবেতগঞ্জ-রাধাঁকৃষ্ণপুর শতরঞ্জি শিল্প ক্লাষ্টারের উন্নয়নে একটি সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

অধ্যায় - ৬. উপসংহার

প্রায় তিনশত বছর প্রাচীন এই ক্লাষ্টার তার উৎপাদনশীলতার শ্লথ গতি, আধুনিক যন্ত্রপাতি না ব্যবহার করা এবং সর্বোপরি উদ্যোক্তাগণের মার্কেটিং জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি কারণে এই ক্লাষ্টারটি মৃতপ্রায় অবস্থা থেকে পুর্নজীবিত হওয়ার চেষ্টা করছে। বিসিক প্রশিক্ষণ ও স্বল্প পরিমানে ঋণ দিয়ে তাদের এই কাজে সহায়তা করে যাচ্ছে। ফাউন্ডেশন যদি তাদেরকে ক্রেতা বিক্রেতা সংযোগ, পণ্য প্রর্দশণী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন, মেলা আয়োজন, ই-মার্কেটিং, ওয়েবসাইট ও উৎপদন প্রযুক্তির উন্নয়ন ইত্যাদি সহায়তা প্রদান করে তাহলে দ্রুত এই ক্লাষ্টারটি তার হাড়িয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ফিরে পবে বলে মানে হয়।